হিরণ মিত্র

আমার গান, গান দস্যুর হাতে পড়ুক, ছড়িয়ে পড়ুক প্রান্তে প্রান্তে— গৌতম

গৌতম চলে গেছে, প্রায় চোদ্দ বছর। এই চোদ্দ বছরে আমার কী কী পাল্টে গেলো। আমি অন্য হিরন বনে গেলাম। এমন কিছুই নয়। কিন্তু গৌতম পাল্টে গেলো। তাকে কিছুটা পাল্টে দেওয়া হলো, কিছুটা সময়ে নিজের মতো পাল্টে গেলো, আর অদ্ভুত একটা পাল্টানো আমরা দেখতে পেলাম।

জীবিত থেকে এই পাল্টানো নিজের হাতে না থাকলেও, কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা থাকে। টানা ও পোড়েন সতত কার্যকর। চলে গেলে এ অন্যের সম্পত্তি। নিয়ন্ত্রণহীন অথবা প্রভুত নিয়ন্ত্রণে একে ক্ষমতা, ক্ষমতা দেখায়। বলে দেখো, বেঁচে থাকতে তো অনেক বার ফাট্টাই করেছো, এবার টেরটি পাবে। আমার বানানো গৌতম, এখন গাইবে, কথা বলবে, সিনেমা বানাবে, হয়তো লিখবেও।

আমরা এখন এই বানানো গৌতম নিয়ে আছি। যখন একসাথে ছিলাম, ঘুরতাম, ছবি দেখতাম, মানে ফিল্ম, আমার আঁকা বড় বড় ক্যানভাসের সামনে দুজনে দাঁড়াতাম, মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ, দিন ও রাত্রি, হাওয়া বইছে, ঘাম ঝরছে, গৌতম ওর কাঁচা পাকা দাড়ি মুচড়ে মুচড়ে খামছে ধরছে। কোন সুর মাথার মধ্যে পাক দিয়ে উঠছে। কোন কথা ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, হাতের আঙ্গুল গুলো কিলবিল করে হাওয়ায় বিলি কাটছে, খুঁজছে গিটারের তার, কর্ড, তাল ঠুকছে তার গায়ে, কাঁপে কাঁপে আমার হিয়া কাঁপে, আমার খোলা ছাদটা, স্টুডিওটা সুরে সুরে মঁ মঁ করছে। এ ছিল বাস্তব। আমার সাথে ওর সামান্যই জানাশোনা। অনেক বছর হলেও কালের চক্রে খুবই সামান্য। কিন্তু অনেক কিছু সময় দিয়ে মাপা যায় না। দুজন বিচিত্র লোক আমার দুদিকে ছিলো, এক দীপক মজুমদার কবি, আরেক গৌতম চট্টোপাধ্যায় গাইয়ে। আমার কাজ খুবই গৌরবহীন, ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, প্রচ্ছদ আঁকা, মঞ্চ বানানো, অক্ষর নিয়ে খেলা। ওদের অনেক গৌরব ছিলো, বহু ছেলে পুলে ওদের পিছু নিতো। সারাক্ষণ দুজনে ভক্ত পরিবৃত। আমি সেই অর্থে তেমন ছিলাম না। গুরুও নয় ভক্তও নয়। বন্ধু, সহযোগী। একটা আদান প্রদানে উজ্জ্বল হওয়ার চেষ্টা। থাকি আঁকা আঁকি নিয়ে। এই সমাজ

জানেও না, তা খায় না মাথায় দেয়। কিন্তু গান, কবিতা নিয়ে সবাই সজাগ। গানের সুর কথা, মুখে মুখে ঘোরে। একবার প্রশ্ন উঠেছিলো রবীন্দ্রনাথের লেখাপত্তর তেমন কারও পড়া নেই, তবু এত জনপ্রিয় কেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উত্তর ছিল, ওঁর গান। তেমনিই দীপক মজুমদার জীবিতকালেই মিথ হয়ে ওঠেন। হেঁটে, হেঁটে, দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছেন। বিদেশে থেকেছেন। আমেরিকায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। নেমে রাত ফুটিয়েছেন। তেমনি ছিলো গৌতমের গল্প। জেল খাটা, নক্‌শাল হওয়া, গান বাঁধা, মহীনের ঘোড়ার নেতা। মহীনের ঘোড়ার পা এখন যদিও বেঁধে রাখা হয়েছে। ছোটার অধিকার হারিয়েছে। এমনই আমার কানে আসে। সত্য মিথ্যা জানি না।

কেউ কেউ ওই ঘোড়ায় ডানা লাগিয়েছে। উড়িয়ে দিয়েছে আকাশ পানে।

আমি হঠাৎ হঠাৎ সকালে বা সন্ধ্যের মুহূর্তে আকাশের দিকে তাকাই। ছাদের স্টুডিও থেকে দেখা যায় কিনা ওর উড়ে যাওয়া। বসতেও পারে আমার কাজের পাশে। একসময় মাঝ রাতে ওরা আসতো। মদ ও গল্পে আমরা মেতে উঠতাম। গল্পটা নিরানব্বই এর পরে যদিও, এমনই এক সন্ধ্যে, পারি শহরের প্রান্তে, মৌসাতে, অরুণ হালদারের সান্ধ্য আসরে গৌতম আসে। আমাদের শরীরের হাওয়া বয়ে যায়। লাল মদ ঢালা হয় ওর সম্মানে। একটু দুরেই একসময়, শতাব্দী আগে, ভ্যান পথ হেঁটে যেতো। পায়ের যন্ত্রণা ভুলতে, অ্যাবসন্ত খেতো, কড়া মদ, পিকাসো, মদিগ্লিয়ানি বাওয়াল করতো রাস্তায়। যাকে বাঙালি শিল্পীরা বলে মদ-গিলিয়ানি। এইভাবে আমাদের এই অ-গৌরবের জীবন বয়ে যায়। কলকাতা, পারি, নিউইয়র্ক।

এখনও অনেকে দেশ বিদেশে গৌতম বানিয়ে চলেছে। ও আজকে একটা প্রোডাক্ট। প্রথম বুঝেছিলাম শিশির মঞ্চে ওর জন্মদিন পালনের চেষ্টায়, প্রচণ্ড ভীড়, বাইরে অগনিত দর্শক, শ্রোতা। ভিতরে কোনো ফাঁকা আসন নেই। শুনলাম বাইরে কোলাহল, কাঁচের দরজা ভেঙে কেউ আহত হয়েছে। রক্ত ঝরেছে। কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। ভাবা হয় নজরুল মঞ্চে বড় জায়গায় করা হবে। তা আর হয়নি। আসলে ছোট জায়গায়, দর্শক বেশি হয়, বড় জায়গায় দর্শক কম পড়ে, এ সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারিনি। আর কোনদিন জন্মদিন পালন বা স্মরণ অনুষ্ঠান করার চেষ্টা কেউ করেছে বলে শুনিনি।

ওই সময় দিয়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, যুবকেন্দ্র, যাদবপুরে কিছু ঘটনা ঘটে, অনেকে যায় আসে, তারপর আস্তে আস্তে সব থিতিয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক। তখনই শুরু হয় নতুন গৌতম বানানোর গল্প।

কেন নতুন গৌতম বানানোর দরকার পড়লো। একদল তরুণ যারা সত্তরের পরে জন্মেছে, জানতে চাইলো, ওই সত্তর মানে কী? ঝড়ো সত্তর, রোমান্টিক সত্তর, প্রেমিক সত্তর, বিপ্লবী সত্তর, হতাশ সত্তর, বিশ্বাস হীনতার সত্তর, আমার সত্তর। তাকে খোঁজো। একজন ছিলো, যার নাম, গৌতম চট্টোপাধ্যায়। যারা তাকে দেখেওনি তারা উঠে এসে বললো, কত রাত তারা নাকি একসাথে কাটিয়েছে। কেউ কেউ বললো, গান বেঁধেই, তাকেই প্রথম মাঝ রাতে

গান শুনিয়ে তার অনুমোদন নিতো ও। কেউ কেউ তাকে সুর পাচার করেছে, কেউ কথা। মদ গাঁজার সহযোগী ট্যাক্সিতে শহর কাঁপানো, সবেতেই ছিলো। ওদের জন্য নতুন বানানো গৌতম ফিরে এলো। ওদের ওকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন পড়লো। যারা সত্যিই ওর সঙ্গ করেছে, তাদেরও দরকার পড়লো। জীবন আজ জটিল ও দুর্বিসহ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চক্র আমাদের ঘিরে ধরেছে।

তাই আমাদের লড়ার জন্য ওই গৌতমকে খুবই প্রয়োজন। ওর কথা, সুর, গান ভাবনা আমাদের রক্ষাকবচ।

সময় ফিরে আসে না, সময়কে নতুন করে গড়ে তোলাও যায় না। কিন্তু তার রোমাঞ্চ, তার সুগন্ধ, তার উত্তেজনা, তার চলনকে পুনর্নির্মান করা যায়। এই নির্মাণে পুরোনোকে মনে পড়ে। পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়। আমরা যারা অতীত, তারা হয়তো বর্তমান হয়ে উঠি।

সময় পাল্টেছে, রুচি পাল্টেছে, চাহিদা পাল্টেছে, কিন্তু আবেগ হয়তো মরে যায়নি।

সেই সময়কার একজন গাইয়ে একটা অনুষ্ঠানে, আমাকে খেদের সাথে বলে, সভায় তেমন শ্রোতা নেই। গেট কেউ ভেঙ্গে ফেলছে না। আমরা কি অতীত হয়ে গেলাম? আমি বললাম ঝরা পাতা হলুদ হয়, কাদামাটিতে পড়ে থাকে, সবাই তাকে মাড়িয়ে যায়, এই সত্যটা মেনে নিতে পারছো না কেন? তাহলে তো আর সমস্যা থাকে না।

গৌতম হয়তো আজও ঝরা পাতা নয়। যদিও গাছের ডালে তার দেখা নেই। অন্যের গলায়, অন্যের বাজনায়, অন্য ভাষায় সে ডানা মেলেছে।

গৌতমকে ঘিরে আজ আমরা গানের নতুন আসর বসিয়েছি। স্মরণে নয়, স্মৃতি নয়, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় এমন অস্তিত্বে। সেই অস্তিত্ব আমাদের গলায়, সুরে।

কোনো গান দস্যুর হাতে বন্দী হয়ে নয়, চুরি করে নয়, নিজেদের অধিকারে, আমরা অধিকার নিয়ে, তার সাথে সহযোগী। কোনো আইনি শৃঙ্খলা আমাদের বেড়ি পরাতে আসেনি ও গৌতমকে আমার বানিয়ে তুলতে হয়নি, ওই আমাকে বানিয়ে তুলেছে।